হরিরাম আচার্য

রাষ্ট্রপতি সম্মানিত ডা. হরিরাম আচার্য্য-এর জন্ম জয়পুরের রাজস্থানের জৈসলমেরে 21 June-1936 এ হয়। পিতার শ্রী সনেশ্বর দত্ত আচার্য্য। Dr. আচার্য্য 1958-এ M.A (Sanskrit) এবং 1977-এ রাজস্থান বি. বিদ্যালয় থেকে "মহাকবি হাল-ঔর গাথাসতসই" বিষয়ের উপর Ph.d উপাধি লাভ করেন। Dr. হরিরাম আচার্য্য সংস্কৃত, হিন্দী, রাজস্থানী, প্রাকৃত এবং উর্দু ভাষার লোকপ্রিয় সফল কবি, এবং গীতিকার ছিলেন।

বহুমুখী প্রতিভার ধনী আচার্য্য হরিরাম "নাট্যশাস্ত্র" এবং কাব্যশাস্ত্রে সর্বজ্ঞ বিদ্বান ছিলেন। এনার রচিত—(পুষ্পকাব্যগুচ্ছম্ - 2002), মধুচ্ছন্দা, স্বনে বিহঙ্গমাল, সংগীত নাগনগর, সংস্কৃত নাট্য, প্রেক্ষা: প্রভৃতিপ্রয়ঃ, আগন্তুকীয়, নাটকেষুনাটকম্, মধুরাগিনী, সংকল্পগীতি: আদি প্রমুখ।

রসগঙ্গা, দূরদর্শন, আকাশবাণী আদি তে এনার অনেক নাটক, গীত, সংবাদাদি প্রসারিত হয়েছে। অখিল ভারতীয় সাহিত্য সংস্থা এবং অনেক আকাদেমির সংস্থার দ্বারা Dr. আচার্য্য অনেক পুরস্কার এবং সম্মান পান। তার মধ্যে - মীরা সম্মান, বিশিষ্ট কবি সম্মান, বরিষ্ঠ পণ্ডিত সম্মান, হরিজীবনমিত্র পুরস্কার, ভারত সরকার দ্বারা অখিল ভারতীয় বিদ্বৎসম্মান, মাঘ পুরস্কার, রাজস্থান সরকার দ্বারা বিশিষ্ট সম্মান, আকাশবাণী দ্বারা স্বর্ণজয়ন্তী সম্মান, রাষ্ট্রপতি পুরস্কার, কাব্যপুরোধা সম্মান ইত্যাদি। এখানেই এনার একটি কবিতা সংকল্পগীতি:। যেখানে কবি আকাশবাণী থেকে তাঁর যে প্রার্থনা দিয়েছেন, "ভূদান" আন্দোলনের প্রবর্তক "বিনোবা ভাবে" বলেছিলেন যে - "অনুকম্পা যে কোথা দিও না। এটাই প্রার্থনা করলো। অনুকম্পা পেতেই চলে যাবে। নিজের পুরুষার্থ দ্বারা নিজেই হও। Dr. আচার্য্যের এই কবিতায় Positive thinking পূর্ণভাবে পরিলক্ষিত হয়।।

Scanned with CamScanner

यूयं दीपं प्रज्वालयत, तिमिरं स्वयं गमिष्यति रे ।
अमृतचिन्तनं निमिषं कुरुत, गरलं स्वयं गमिष्यति रे ॥

তোমরা প্রদীপ জ্বালাও, অন্ধকার দূর হয়ে যাবে,
সর্বদা অমৃতের চিন্তন কর, বিষ (গরল) স্বতঃই অপগত হয়ে যাবে।

गतिविकलाविज्ञान-विजडिता सन्त्रस्ता रोदिति मानवता
निर्मितबीजं भूमौ वपत, सौख्यं स्वयं गमिष्यति रे ॥
तिमिरं स्वयं गमिष्यति रे ॥

গতি স্ফূর্তিহীন হয়ে আছে, বিজ্ঞান উদাসীন, চেতনাশূন্য হয়ে আছে। মানবতা- সন্ত্রস্ত খুঁখুঁ হয়ে কাঁদছে। তুমি ভূমিতে (মনের হৃদয়ে) নির্মাণের বীজ (মানবতার বীজ) বপন করো। সৌহার্দ্যতো স্বতঃই জেগে উঠবে। তুমি একটি দীপ তো জ্বালো, অন্ধকার নিজেই দূর হয়ে যাবে ॥

स्वप्नो यस्य यथा शत्रुघ्नः किं हि तस्य कर्ता पथविघ्नः ?
पथि यूयं चरणं स्थापयत, लक्ष्यं स्वयमायास्यति रे ॥
तिमिरं स्वयं गमिष्यति रे ॥

যখন স্বপ্ন লক্ষ্যকে, কঠোর-বিঘ্ন যে দূর করার দৃঢ়সংকল্প করে নেয়, তখন পথের বাধা তোমার কী করবে? তুমি শুধু পথে এগিয়ে তো চলো! তোমার লক্ষ্য তখনই তোমার নিকটে আসবে। তুমি দীপ তো জ্বালো, অন্ধকার নিজেই চলে যাবে ॥

संकल्पस्य न कोऽपि विकल्पः, हठयोगीव भवति संकल्पः ।
शिवसंकल्पं हृदि धारयत। कलुषं स्वयं नशिष्यति रे ॥
तिमिरं स्वयं गमिष्यति रे ॥

সংকল্পের কোনো বিকল্প হয় না। অবশ্য হঠযোগীর ন্যায় দৃঢ়সংকল্পময়, দৃঢ়নিশ্চয় হয়। ঐ শিবসংকল্প (মঙ্গলচিন্তার) হৃদয়ে ধারণ করো। কলুষতা স্বয়ং নষ্ট হয়ে যাবে। তুমি কেবল একটির দীপ তো জ্বালো! অন্ধকার স্বতঃই শেষ হয়ে যাবে ॥